দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 20 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

স্টা.বি. রিপোর্টার ঃ সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেসব সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বক্তব্য দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে বলা হয়- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বডি। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকল নিয়োগের নির্বাচনী বোর্ড সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত হয়। শিক্ষক নিয়োগের নির্বাচনী বোর্ডে সভাপতি ভিসিসহ চারজন সদস্যের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য, একজন মনোনীত বিভাগীয় সভাপতি ও দুইজন সিন্ডিকেট সদস্য থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী নির্বাচনী বোর্ড বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে ও তা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হলে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবরে বিভিন্ন তথ্য যেরকম খণ্ডিত ও বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা অজ্ঞতাপ্রসূত কিংবা উদ্দেশ্যমূলকও হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এক বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কখনই অনির্ধারিতভাবে কোন বন্ধ থাকেনি। ফলে দীর্ঘদিনের সেশনজট নিরসন হতে চলেছে। ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে। ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি চলছে। ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলগুলিতে সকলে দলমত নির্বিশেষে সহাবস্থান করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এরূপ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোন কোন মহল শিক্ষক নিয়োগকে বিতর্কিত করে দেশবাসীর/সচেতন মহলের দৃষ্টি ভিন্নদিকে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্তও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বচ্ছতার স্বার্থে এবং সঠিক বিষয় দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করে। তাই সাম্প্রতিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হলো ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে কয়েকমাস শিক্ষকসহ সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮৯টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি পাওয়া যায়। তার প্রেক্ষিতে বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন বিভাগগুলিসহ বিভিন্ন বিভাগের প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। এ পর্যন্ত মোট ১৫টি বিভাগের ৬৬ জন প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকারের পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তাদের সকলেই শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের অধিকারী। তাদের অনেকে পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রিরও অধিকারী।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের যে ৪ জন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারাও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। এদের ৩ জনই ৪টি করে প্রথম শ্রেণী রয়েছে এবং অন্য একজনের ৩টি প্রথম শ্রেণীসহ পিএইচডি রয়েছে। আইসিটি বিভাগে শিক্ষকের পুত্র হিসাবে যাদের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে সাজ্জাদুর রহিম এসএসসি এবং এইচএসসিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম ও ৪র্থ স্থান অধিকারী এবং বুয়েটের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। ফয়সল তারিক ৪টি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণীসহ অনার্স ও মাস্টার্স এ প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকারী, নূর আল সাফাও ৪টি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণীসহ সম্মানে ১ম শ্রেণীতে ২য় এবং মাস্টার্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকারী। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ফারজানা আপরাজীও ৪টি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণীসহ সম্মান ও মাস্টার্সে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকারী। ফার্মেসী বিভাগের শাহনাজ পারভীন ৪টি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণীসহ সম্মান ও মাস্টার্সে ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী। শুধুমাত্র ফিশারিজ ও একুয়াকালচার বিভাগের তুলেহা জেসমীনের ৩টি প্রথম শ্রেণী/বিভাগসহ পিএইচডি রয়েছে। এসব তথ্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এসকল অত্যন্ত মেধাবী প্রার্থীদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান দলীয় বিবেচনায় করা হয়েছে সে প্রশ্ন অবান্তর।